স্বপ্নের উড়ান...
মেঘনীলা বুটিক
উৎসব পার্বণে নিজেকে সাজান
ডায়রেক্ট ফ্যাক্টরি সেল
Arpita Kundu Chatterjee
Call: 7699856616
রামকৃষ্ণনগর, চেকপোষ্ট, মেমারি

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"
পাক্ষিক পত্রিকা
জিরো পয়েন্ট
বর্ষ - ৩৯ • সংখ্যা -০২ • ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক - সেখ আনসার আলি
Reg. No. 63653 Govt. of India (Memo No. 1021(5)/JM Dated - 9/7/2019
সম্পাদক - আনোয়ার আলি আনসারী • যোগাযোগ - ৭৭৯৭৩৩১৭৭১

অনলাইন ও অফলাইনে
আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক শিখুন
আবৃত্তির পাঠশালা
ব্রততী ঘোষ আলি
কথা - ৭৮৭৮০৩৭৫৩৫
বামুনপাড়া মোড়, সৎসঙ্গমন্দিরের কাছে, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান



শিক্ষায় বিকশিত হয়ে ওঠে একটি দেবশিশু থেকে মহা-মানবশিশু

আঞ্জুমনোয়ারা আনসারী

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন উপলক্ষে ভারতে প্রতি বছর ৫সেপ্টেম্বর পালিত হয় শিক্ষক দিবস। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, প্রথম উপ রাষ্ট্রপতি একজন মহান দার্শনিক ও শিক্ষক। 'বন্ধুরা ও ছাত্ররা তাঁর জন্মদিন পালন করতে চাইলে তিনি জানান, তার জন্মদিনের পরিবর্তে দিনটি শিক্ষকদের উৎসর্গ করলে তিনি বেশি খুশি হবেন"! কতো বড় মনের মানুষ হলে এমন ভাবনা ভাবা যায়। কিজানি হয়তো, যুগে যুগে এমন মহাপুরুষ-এর মাধ্যমেই স্বয়ং ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে।শিক্ষা গ্রহণ বা পড়া, প্রতি মানুষের জীবন পথের এক অনন্ত দিশারী। এই পড়ার মাধ্যমেই মানুষ বিশ্বের অনেক অজানাকে জানতে পারে। এবং জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র কথায়--"জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশে যেতে হলেও যাও"। পবিত্র কোরাণ-এর প্রথম অবতীর্ণ আয়াত-- "ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক" এই 'ইকরা' কোরাণের প্রথম শব্দ যার বাংলা অর্থ 'পড়ো'। আর পড়ার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষক। শিক্ষক শুধু বইয়ের পাঠই দেন না, জীবন গড়তে শেখান অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখান। সেই আলোর পথে চলতে চলতে পৃথিবীর কাছ থেকে আমারা অনেক কিছু শিখি সারা জীবন ধরে। সব মানুষের প্রথম শিক্ষক তার মা গর্ভধারিনী মা। প্রথম যে 'ভ্রুণ' টি এক অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করার পর থেকে তার শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। এবং মায়ের গুণের প্রভাব বিস্তারে গর্ভে নীরবে অঙ্কুরিত হতে থাকে একটি (দ্বিতীয় পাতায় দেখুন)

শিক্ষক দিবসে গুরু মহাশয়ের গল্প: রহড়ার কথা

উজ্জ্বল দাস

শোনাই নব্বই দশকের একটা গল্পকথা। আশি- নব্বই দশকের শৈশব কাটে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের চৌহদ্দিতেই। ভেতরটাই ছিল একটা শহর। টেলারিং, কার্পেন্টারি, ডেয়ারি, বেকারী, এমনকি সিনেমা হল, হাসপাতাল, লাইব্রেরি সবটাই ভেতরে।

আশ্রমিক ছাত্র থাকার দরুন দীর্ঘ সময় কেটেছে সেখানেই। সে নিয়েই একটা ছোট্ট ঘটনা।

যেহেতু আমরা সারা বছর আশ্রমের ভেতরেই থাকতাম তাই তার বাইরের জগৎ সম্পর্কে একটা বিপুল উৎসাহ বরাবরই আমাদের ছিল একথা মিথ্যে নয়। সকাল থেকে রাত অব্দি সবটাই ঠাকুর আর আশ্রমিক স্বাচ্ছন্দ্য।

আমাদেরই এক সহপাঠী সেবার আশ্রম পালিয়ে সিনেমা দেখতে গেল। যদিও ভেবেছিল প্রতিবারের মত এবারেও তার কৃতকর্ম মহারাজদের নজর এড়িয়ে যাবে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সেবার আর কাজ করেনি। নাম প্রেজেন্ট করা হলো হঠাৎ করেই। আর হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল আমাদের সেই প্রাণের প্রিয় বন্ধুর অনুপস্থিতি। যাইহোক বুক ফুলিয়ে যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গিতে যখন সিনেমা দেখার রেশ নিয়ে আশ্রমে লুকিয়ে ঢুকলো তখনই তলব করলেন (দ্বিতীয় পাতায় দেখুন)

শিক্ষক দিবসঃ নবমশ্রেণীর ছাত্রীর চোখে জানুন

কেমন হবে আমার বিদ্যালয়

ঋতি রায়

"বিদ্যালয় শুধু ইট কাঠের ঘর নয়, এটি হলো সেই পবিত্র প্রাঙ্গণ যেখানে আনন্দ ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানুষের মন বিকশিত হয়।"
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার বিদ্যালয় মেমারি রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় হল আমাদের দ্বিতীয় গৃহ। বইয়ের পাতার গণ্ডি পেরিয়ে যে জায়গাটি আমাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, সেটাই হলো বিদ্যালয়। যে শিক্ষাঙ্গনের আঙিনায় আমাদের শৈশব ও কৈশোরের সোনালী দিনগুলো কাটছে, যা আমাদের জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করছে , তা হল আমাদের প্রিয় বিদ্যালয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা সহ আরো বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন হয়।

আধুনিক শ্রেণীকক্ষ - একজন ছাত্র তার স্কুল জীবনের অধিকাংশটাই কাটাই শ্রেণীকক্ষে ; তাই শ্রেণিকক্ষ হওয়া প্রয়োজন খোলামেলা, পর্যাপ্ত আলো বাতাস পূর্ণ। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান নির্ভর শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য শ্রেণিকক্ষে স্মার্ট বোর্ড, প্রজেক্টার ইত্যাদি থাকা দরকার।

ল্যাবরেটরী- বই পড়ে বিজ্ঞান মুখস্থ করা গেলেও, বিজ্ঞানে আগ্রহ গঠনের জন্য দরকার হাতে-কলমে পরীক্ষা ; এর জন্য প্রয়োজন উন্নত ল্যাবরেটরী। পাশাপাশি, বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীর জন্য আধুনিক কম্পিউটার ল্যাবের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্স- বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ, আর শিক্ষা ক্ষেত্রেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও রোবোটিক্স এক বিপ্লব ঘটিয়েছে। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলিতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার শেখানো জরুরী। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের প্রতিযোগিতা মূলক বিশ্বের জন্য উপযুক্ত করে তুলবে।

সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার - বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র হল গ্রন্থাগার; ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পিপাসা মেটানোর জন্য ও বহুমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ভিত্তিক বই থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই একটি বড় ও নিরিবিলি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ থাকা অতি প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পুস্তকের ছায়াতলে গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় ও শিক্ষাবহুল হয়ে উঠবে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী - বিদ্যালয়ে পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না ছবি আঁকা, গান, নাচ, নাটক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আকাশ পর্যবেক্ষণ কর্মশালা, NCC - এর মত বিষয়গুলি অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর থেকে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

পরিপোষক খাদ্য - শিক্ষার্থীদের পুষ্টি যোগান দিতে বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্যকর মিড -ডে মিলের ব্যবস্থা থাকা জরুরী। মিড -ডে মিলের অবশিষ্ট খাবার ডাস্টবিনে ফেলে না দিয়ে বিদ্যালয় চত্বরে বাইরের কুকুর বিড়ালদের মধ্যে বন্টন করলে তাদের খাদ্য সংস্থান করা সহজ হয়।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য - ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পড়াশোনাই নয়, শরীর ও মন সুস্থ রাখা জরুরি ; এর জন্য বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা খুব দরকার। এর পাশাপাশি বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন রাখা ভীষণ জরুরি। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শৌচাগার থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

মানসিক স্বাস্থ্য ও কাউন্সিলিং- বর্তমান যুগের প্রতিযোগিতামূলক পড়াশোনার চাপে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময় মানসিক অবসাদের শিকার হয়। তাই বিদ্যালয়ে একজন অভিজ্ঞ 'স্টুডেন্ট কাউনসেলর' থাকা দরকার। এর পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনশৈলী চর্চা করানো প্রয়োজন। (দ্বিতীয় পাতায় দেখুন)

FINSERV FINTECH BANK
HOME LOAN CAR LOAN INSURANCE
Call: 1800 889 3767(Toll-Free)

৩৮ থেকে ৩৯ জিরো পয়েন্ট
বাম থেকে ডান থেকে রাম.....দলবদলু নয়
আমাদের খবরের লবি একটাই.....নাগরিক অধিকার
পরিবর্তন সংসারের নিয়ম - ইতিহাস রক্ষা জাতির কর্তব্য
•পাক্ষিক সংবাদপত্র
•ওয়েব পোর্টাল নিউজ
•ফেসবুক ও ইউটিউব
• পাবলিকেশন

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"
পাক্ষিক পত্রিকা
জিরো পয়েন্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬•বর্ষ-৩৯•সংখ্যা-০২•১৮ই ভাদ্র ১৪৩৩

"শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য হলো এমন একজন মুক্ত ও সৃজনশীল মানুষ তৈরি করা, যিনি ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন।"
-ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

সুস্থ সমাজ ও সমৃদ্ধ দেশের সচেতন নাগরিক গড়ে তুলতে হবে শিক্ষকদেরই

বর্তমানে "তথ্য" শুধু মানুষের বেডরুমে নয় একটি শিশুমনের ভিতরে প্রবেশ করে ফেলেছে। যে মনে কোন অ্যান্টিভাইরাসের ছাঁকনি নেই যে, "তথ্য" যাচাই করবে। তাই যা দেখছে, শুনছে গোগ্রাসে রেকর্ড করছে ছোট্ট মস্তিস্কের মেমোরিতে। তথাকথিত রাজনৈতিক "নেতা"দের মুখে লাগাম নেই, পারস্পরিক বিরোধী মন্তব্য যে সমাজে কী পরিমাণ ক্ষতি করছে, তার কোন আইডিয়া আদৌও আছে কীনা সন্দেহ। সিস্টেম চেঞ্জের নামে তথাকথিত বস্তাপচা সিস্টেমেরই শিকার হয়ে ধর্ম ও বিভেদের ককটেল করে বেচারা ভোটারদের টনিক দিচ্ছে। এইভাবেই কী "বিকশিত ভারত" -এর স্বপ্ন দেখছেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা?

এর থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকারা। একটি সুস্থ সমাজ গঠন ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবেশ সুরক্ষা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং সমাজসেবামূলক কাজে শিশু থেকে তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার পেছনে শিক্ষকের পথপ্রদর্শন অপরিহার্য। একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ, বিবেকবান ও দায়িত্বশীল নাগরিকে রূপান্তরিত করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই। - সম্পাদক

শিক্ষক দিবসে গুরু মহাশয়ের গল্প: রহড়ার কথা

(প্রথম পাতার পর) মহারাজ। দেখা করা মাত্রই মহারাজ বিধান দিলেন এক্ষুণি সাসপেন্ড। বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আসতে হবে একে। খুব চিৎকার বকাবকি। অগত্যা মাথা নীচু করে সে অন্যায় মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। এদিকে সবারই বাড়ির যা অবস্থা তাতে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে পনের দিন গিয়ে থাকার সুব্যবস্থাও সঠিক নেই।

এমন সময় পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন আমাদের শিক্ষক মহাশয় রথিনদা। আমরা ওনাকে দাদা বলেই ডাকি আজও। উনি কী করলেন, চট জলদি ব্যাপারটা ঠাওর করে এগিয়ে গিয়ে সপাটে একটা চড় কষালেন আমাদের বন্ধুটির গালে। দ্বিগুন চিৎকার করে ওকে বকলেন "বেয়াদপী হচ্ছে! যা শিগ্গির স্টাডি রুমে যা"। শুনে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটি পগার পার। পরে মহারাজ রথিনদাকে কী বলেছিলেন জানেন?

- রথিনবাবু, আজ ও যে পালিয়ে সিনেমা দেখতে গেল, বলুনতো যদি কিছু একটা অঘটন ঘটে যেত। কী জবাব দিতাম ওর বাড়ির লোককে।

রথিননদা সেদিন নিজে বুদ্ধি করে আমাদের বন্ধুকে গুরুশাস্তির হাত থেকে রক্ষা করলেও মনেমনে আমাদের স্বামীজী মহারাজের সেই স্নেহ ভালোবাসা উদারতাকে আজও অস্বীকার করেন না। কদিন আগেও এই নিয়ে রথিনদা বেশ কিছু কথা জানালেন।

এই হলো আমাদের গুরুগৃহে থেকে পরমেশ্বরর আরাধনা। প্রণাম জানাই আমাদের গুরু শিক্ষকদের।

কেমন হবে আমার বিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর) **খেলার মাঠ-** "সুস্থ দেহে সুস্থ মন" তৈরি হয়, পড়াশোনার পাশাপাশি সুস্থ সবল শরীরের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত শরীর চর্চা । এর জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি বড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খেলার মাঠ, প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জাম থাকা প্রয়োজন। যোগাসন হল ভারতের ঐতিহ্য; এই ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত একজন যোগাসনের শিক্ষক এবং যোগার সরঞ্জাম থাকা প্রয়োজন। **বিদ্যালয়ের বাগান -** ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ পরিচর্যার প্রতি আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে একটি বাগান থাকা দরকার। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভিদ, ভেষজ গাছপালা, ফুল, রঙিন প্রজাপতি, সর্বোপরি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। তাদের উৎসাহ-বর্ধনের জন্য মাঝেমধ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বনসৃজন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি করা যেতে পারে। **উপসংহার-** পরিশেষে বলা যায় একটি আদর্শ বিদ্যালয় শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নয়, এটি প্রতিটি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রধান ভিত্তিভূমি। তাই বলা যায় - "চুন সুড়কির চার দেওয়াল নয়, বই খাতার পাতায় নয়, বিদ্যালয় হল প্রাণের প্রাঙ্গন , নির্ভয় শেখার জয়।"

২০ আগস্ট ১৫ আগস্টের মতোই মূল্যবান 'জিরো পয়েন্ট' অনুরাগীদের কাছে

লেখার শিরোনাম দেখেই হয়তো পাঠক ভুরু কুঁচকে ভাববেন , এ আবার কী কথা! না না ভাববেন না, আমি 'জিরো পয়েন্ট' এর ৩৯ তম জন্মদিন উপলক্ষেই শিরোনামটি দিয়েছি। ১৯৮৭ সালের ২০ আগস্ট স্বপ্নের ফেরিওয়ালা সাংবাদিক, লেখক সেখ আনসার আলীর হাত ধরেই জন্মলাভ করেছিল 'পাক্ষিক জিরো পয়েন্ট ' সংবাদপত্র। জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই বিরাট স্বপ্ন নিয়ে জন্মলাভ করা এই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রটি বর্ধমানের প্রান্তিক শহর মেমারি ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের অগণিত পাঠকের মনে বড় জায়গা করে নিয়েছিল তার নিষ্ঠা এবং বলিষ্ঠ চিন্তা চর্চায়। যার সুবাস পৌঁছে গিয়েছিল সুদূর অসমের গুয়াহাটিতে ২০০২ সালে। আমি তখন চাকরি সূত্রে গুয়াহাটিতে কর্মরত। ১৫ বছরে 'জিরো পয়েন্ট' শূন্য থেকে প্রাপ্তির অনেকগুলো সিঁড়ি পার করে আরো মনোমোহিনী হয়ে উঠেছে । ২০০৪ সালে মেমরি শহরে আয়োজিত পত্রিকার পনেরো বছর পূর্তি মহতী অনুষ্ঠানে আমার মতো অতি সাধারণকে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সেখ আনসার আলী নিবিড় বন্ধনে বেঁধেছিলেন । দেশ বিদেশের গুণীজনের মাঝে আমাকে সাহিত্য সম্মানে সম্মানিত করে চিরকৃতজ্ঞ করেছিলেন। পাঠক হয়তো ভাববেন নিজের বড়াই করার জন্যে এ লেখার অবতারনা করেছি। আসলে জনদরদী, সংবেদনশীল, লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদক আনসার আলী সেদিন আমায় বাংলার সাহিত্য মহলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আরো গভীর ভাবে লেখালেখিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ক্রমে অনুধাবন করতে পেরেছিলাম গ্রামবাংলার প্রতিভাবান দুঃস্থ লেখক লেখিকাকে তুলে এনে মূল স্রোতের সাথে মিশিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তাই এই অবসরে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতেই নিজের প্রসঙ্গ টানলাম।

সেখ আব্দুল মান্নান

১৭ মার্চ ২০১৯ থেকে সহসা থেমে যায় জিরো পয়েন্টের পথচলা। এদিন স্রষ্টার অমোঘ টানে পৃথিবী ছেড়ে চিরবিদায় নেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আনসার আলী সাহেব। বলা যায় অনিবার্য কারণেই দীর্ঘ বিরতির পর সৌভাগ্য হলো 'জিরো পয়েন্ট' এর ৩৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে ২০ আগস্ট,২০২৬ এর প্রথম সংখ্যা বর্তমান সম্পাদক প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের যোগ্য উত্তরসূরি পুত্র আনোয়ার আলী আনসারীর সম্পাদনায়। এই সংখ্যার পাতায় পাতায়, স্তবকে স্তবকে যেন উদ্ভাসিত স্বপ্নভূখ আনসার আলী অমলিন হাসি মুখ। তিনি যেভাবে সাজাতেন পত্রিকার পাতা ও কলম ঠিক সেভাবেই সাজিয়ে তোলার অদম্য ইচ্ছা স্পষ্ট বর্তমান সম্পাদকের।

জিরো পয়েন্ট নির্ভিক সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতির দিকটি নিয়ে যত্নবান হতে পাঠকমাত্রই দেখে এসেছেন। বলা ভালো এই পত্রিকার এটি একটি বিশেষ গুণ। বর্তমান সংখ্যায় সেই সাহিত্য সংস্কৃতির দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছেন বর্তমান সম্পাদক সেখ আনোয়ার আলী আনসারী। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রথম পাতায় প্রকাশিত পত্রিকার আপনজন কবি সাহিত্যিক আঞ্জু মনোয়ারা আনসারীর 'জিরো পয়েন্ট সংবাদপত্র ৩৮ থেকে ৩৯ বছরে পদার্পণ' শিরোনামে মূল্যবান স্মৃতি তর্পণ মূলক লেখাটি। লেখাটি পাঠ করার পর পাঠকমাত্রই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে বাধ্য। তিনি শুরুতেই লিখেছেন "শূন্য বা জিরো' দিয়ে সময়ের হাত ধরে শুরু। সেই প্রারম্ভিক বিন্দু থেকেই আজ সে বিশাল এক প্রাপ্তির ঠিকানায়। ৩৮ বছরের কঠিন অধ্যাবসায়, ঘাত-প্রতিঘাত, শত প্রতিকুলতা সয়ে মানুষের ভালোবাসাকে সঙ্গী করে ২০ আগস্ট ২০২৬, ৩৮ এর গন্ডি পার করে ৩৯ তম বর্ষে পা রাখছে...।"

সন্দীপন সরকার এর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত 'যুবশক্তি কি শুধুই চাকরির অপেক্ষায় থাকবে, নাকি দেশ গঠনেও অংশীদার হবে?' এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এহেন আলোচনা আরও প্রয়োজন বর্তমান সমস্যা-দীর্ণ সমাজে।

স্বপ্ন বড়, বাস্তবায়নে সাধ্য কম কে পাথেয় করেই ২০ আগস্ট ২০২৬ সংখ্যার 'জিরো পয়েন্ট' সাহিত্য আড্ডা'র পাতাটি বেশ সুনির্বাচিত । প্রতিটি কবিতার জন্যেই কবিদের অভিনন্দন প্রাপ্য। কবিতা লিখেছেন বিশিষ্ট কবি কৃষ্ণা গুহ, সুভাষচন্দ্র ঘোষ, আলমগীর রাহমান, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম বালা, শর্মিষ্ঠা মাজি, আশিষ হাজরা এবং আমারও একটি কবিতা প্রকাশ করে সম্পাদক আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন।

সুতরাং লেখক পাঠকের আদরের ধন ব্যতিক্রমী সংবাদপত্র 'জিরো পয়েন্ট' কে সবাই আবার আগের আসনে দেখতে চাই। শূন্য থেকে শুরু হওয়া পত্রিকা কে জনতার মাঝে যেন দেখতে পাই। অতএব আসুন কলেবরে ছোট্ট কিন্তু লক্ষে বড় এই সংবাদপত্রটিকে তার স্বমহিমায় এগিয়ে নিয়ে যেতে সবাই সার্বিকভাবে সহযোগিতার হাত ধরি।

AFFIDAVIT

I, Mrityun Chetri, S/o Late Kalipada Chetri, Residing at Khanro, Memari, Purba Bardhaman, my original name is Mrityun Chetri , recorded in my voter card but inadvertently my name has recorded in my adhar card as Meton Chetri, as declared before the Executive Magistrate, Purba Bardhaman, affidavit Dated 27/8/2026 Meton Chetri and Mrityun Chetri both are same and identical person, Henceforth I shall be known as Mrityun Chetri.

একটি দেবশিশু থেকে মহা-মানবশিশু

(প্রথম পাতার পর) মানবশিশুর। হয়তো তাই ডাঃ ও সমাজ পরিবারের অভিজ্ঞতায় ভীষণ রকম ভাবে বলা হয়েছে, এই সময় মায়ের পবিত্র গুণমান খাবার বা হাসি খুশি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সর্বোপরি মহামানবদের বই পড়া এবং উন্নত ভাবনার মধ্যে দিন রাত্রি যাপন থাকা। কারণ শিক্ষক এর অনেক আগে থেকে একজন মা'ই একটি শিশুর সুন্দর ভিত স্থাপন করে। তারপর এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির পাঠশালায় পরিবার পরিজন শিক্ষক এর শিক্ষায় বিকশিত হয়ে ওঠে একটি দেবশিশু থেকে মহা-মানবশিশু। আজকের এই শিক্ষক দিবসের পবিত্র দিবসে পৃথিবীর সব মা একজন আদর্শ মা হয়ে উঠুক। আমার মা বাবা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হয়েছি সেই সকল শিক্ষক এবং গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে আমার একটি ছোট্ট কবিতা--

"গুরু দক্ষিণা"
বিদ্যার গুরু দীক্ষার গুরু
পরম গুরু অশেষ ধন
অখন্ডতার পরশ ছোঁয়ায়
আলো আমার এ জীবন।

সৃষ্টি ধামে পিতা-মাতা
প্রথম দিল স্বরবর্ণের ঝর্না
এ সংসারে কোন অর্ঘ্যে দেব
আমার গুরু দক্ষিণা, দেব
আমার গুরু দক্ষিণা...

যে কোন প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সংবাদ পত্রে বাংলা ও ইংরাজীতে এফিডেবিট / নিখোঁজ / কর্মখালি / ক্রয়-বিক্রয় / বিজ্ঞপ্তি / জায়গা জমি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি /টেন্ডার / বইপ্রকাশ / শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ যেকোন শ্রেণীবদ্ধ ও ব্যবসায়ীক বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 77973 31771

মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীর প্রতি আপনার একটি দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পূরণ করলেই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে আমাদের পৃথিবী - সম্পাদক

তারাপীঠের মহাশ্মশান ! অমাবস্যার রাত্রি ! ঘোর অন্ধকার ! সব কিছু কালো আর কালো ! সাংঘাতিক কালো ! কাল রাত্রি ! যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত কিচ্ছু দেখা যায় না । শুধুই অন্ধকার ! অন্ধকার ! কালোর আতঙ্ক ! কালোর ঘনঘটায় আলোর ধ্বংস লীলা ! সেই ধ্বংস লীলার মাঝে মধ্যে অগ্নিশিখা ! অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ! তখন মহাশ্মশানের ধোঁয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন ! হোমযজ্ঞস্থলেও সবকিছু নির্বাপিত ! মহাকাল ! মহাকাল রাত্রির কৃষ্ণগহ্বরে তারাপীঠের সর্বাংশ সত্যিই বিলীন ! তখনও ছোট বড় সাধু সন্ন্যাসীদের যজ্ঞ মহাযজ্ঞ চললেও, সবকিছুই যেন বিবর্ণ ! মলিন দশাগ্রস্ত ! মহাযজ্ঞস্থলে মদের গন্ধ গাঁজার গন্ধ ! স্বাভাবিক কারণেই মহাশ্মশানের নরক যাত্রা অব্যাহত ! শুধু তাই নয়, অব্যাহত ভূতপেত্নীর মহাতাণ্ডব ! সেই সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি ! চতুর্দিক থেকে ভেসে আসছে স্বজন হারা অগণিত মানুষের হাহাকার আর কান্না ! কান্নার মহারোল ! কত ধরনের যে কান্না, তার চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ হয় নেই । কান্নার নাগপাশে প্রতিদিন কত মানুষের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন ! সেখানে ধ্বণিত হচ্ছে, "বলো হরি, হরি বোল । বলো হরি, হরি বোল ! বলো হরি, হরি বোল !"

মহাপীঠ তারাপীঠের মা তারার মন্দির ও মন্দির প্রাঙ্গণ সহ চতুর্দিকে রাস্তাঘাটে সত্যিই আলোর চিহ্ন নেই, নেই কোন ঘরদুয়ারে কিংবা দোকানপাটে আলো । আলো কোথায় গেল ? লোডশেডিং ? তা বুঝতে খোঁজখবরের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, আর প্রয়োজন আছে, অনেক অনেক বিষয়, যেটা হঠাৎ অদৃশ্য ও হিসাবনিকাশের বাইরে অনন্তকাল ধরে ঘটে যাচ্ছে । বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেল, শুরু হয়ে গেল দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিপাত । সেই বৃষ্টিপাতের সঙ্গে আসলে শুরু হল হাল্কা ঝড়, তারপরে ঝড়ের সঙ্গে দমকা হাওয়া... ঘূর্ণীয়মান বাতাস... ঘূর্ণীঝড় ! ধূলো বালি নোংরা আবর্জনা উড়ছে ! উড়ছে তো উড়ছেই, গোটা তারাপীঠের মানুষজনের নাকে মুখে সেই সব উড়ে পড়ছে । মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে না । মানুষ চোখ বন্ধ করে থাকতে চেষ্টা করছে, মানুষ চোখ খুলতেই পারছে না । খুললেই অন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়, সত্যি বলতে মানুষ আতঙ্কিত ! গোটা এলাকায় মড় মড় করে গাছপালা ভেঙে পড়ছে, ডালপালা উড়ে যাচ্ছে । বিভৎস অবস্থা ! মুশকিল হল, ঘূর্ণীঝড় থামতেই চাইছে না

বিস্ফোরণ

সিরাজুল ইসলাম ঢালী

। মহা বিপদ ! রাস্তাঘাটে ছোট বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছে । ঝড়ের দাপটে ডালপালার আঘাতে গাড়ির বডি দুঁমড়ে মুঁছড়ে যাচ্ছে, জানলার কাঁচ কুচিকুচি হয়ে সশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে । ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারের বুক চিরে চিরে দিগন্ত জুড়ে বিদ্যুৎ খেলা করছে, মাঝে মধ্যে বজ্রপাতের শব্দে কান ঝালাপালা করে উঠছে । ভয়ে আতঙ্কে মানুষের হার্ট অ্যাটাকের উপক্রম ! ভীত সন্ত্রস্ত সাধু সন্ন্যাসীরা আর্তনাদ করছে, "বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও ।" মহাশ্মশানের এক প্রান্তে শিয়ালের ডাক, অন্য প্রান্তে নিশাচর কালপেঁচার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে বিকট শব্দ ! মনে হচ্ছে তারাপীঠ ধ্বংসের প্রায় শেষ মুহূর্ত চলছে, ধ্বংসের ঘন্টাধ্বনি বাজছে । রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে । ঘূর্ণীঝড়ের ফাটাফাটি রূপ ক্রমশ: নি:শেষ হয়ে যাচ্ছে ! ঝড়ের দাপট শেষ হলে কি হবে ? ধীরে ধীরে বৃষ্টির শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে । শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টিপাত ! সেই সঙ্গে শীলাবৃষ্টি ! মুহূর্তের মধ্যেই হড়পা বানের সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির ফলে মাঠঘাট খানাখন্দ পুকুরডোবা জলে ভরে উঠছে, ছাপিয়ে যাচ্ছে সবকিছু, চতুর্দিকে তখন জল আর জল ! সবকিছুর মত কাল রাত্রিও শেষের পথে, বৃষ্টিও শেষ লগ্নে প্রায় হাজির । পূর্বাকাশ জুড়ে লাল আভা ! সূর্য উঠবে । উঠবে তো বটেই । ঠিক তখনই শ্বেতশুভ্র একটি স্করপিও প্রাইভেট কার তারামা হোটেলের ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল । সেই শ্বেতশুভ্র স্করপিও থেকে নামলেন দীর্ঘদেহী ডাকাবুকো একজন মাঝবয়সী পুরুষ মানুষ ! হাটতে হাটতে সোজা হোটেলের দ্বিতলে উনিশ নম্বর এসি সিঙ্গেল বেড রুমে প্রবেশ করলেন । হাতের এ্যাটাসি কেসটা বেডের পাশে রাখলেন । হাতে সময় কম । হ্যাঁ, সত্যিই কম । বিলম্ব না করেই অ্যাটাচড্ ওয়াসরুমে ঢুকে পড়লেন । আপাদমস্তক ফ্রেস্ হয়ে বার হলেন । তারপরে মিস্টার সূর্যশেখর গাঙ্গুলী কি করবেন, আর কি করবেন না, ভাবতে ভাবতে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বার করে দামী রঙিন সুদৃশ্য লাইটার জ্বেলে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন । সিগারেটের ধোঁয়ার গোলা, অনেকগুলি ধোঁয়ার গোলা মুখ থেকে নির্গত হয়ে ঘরের মধ্যেই ভাসতে শুরু করল । সিগারেট যখন একটু সুখ,স্বস্তি ও শান্তি দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মি: গাঙ্গুলীর মোবাইলটা বেজে উঠল, ঠাণ্ডা মাথায় ফোনটা রিসিভ্ করে তিনি বলে উঠলেন,

... হ্যালো...। হু আর ইউ...? এ্যাণ্ড ফ্রম হয়ার্ ?

... আমি রত্নেশ্বর বর্ধন বলছি...। কাঠমান্ডু থেকে । আপনি কি মিস্টার এস এস গাঙ্গুলী বলছেন ?

... ইয়েস...। মি: এস এস গাঙ্গুলী স্পিকিং...। এ্যানি প্রবলেম্ ?

... না না । কোন প্রবলেম নেই । আপনার কথা মত পঞ্চাশ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার পাঠিয়ে দিয়েছি । পেমেন্ট ক্লিয়ার । আশা করি, পাঁচশো কোটি টাকার ব্যবসা করে নিতে পারবেন...। বুঝলেন ?

... একদম ! ধন্যবাদ ! ফোনে এ সব আলোচনা থাক, দেওয়ালেরও কান আছে । বুঝলেন কি না ? বেশ্যাকেও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু মোবাইলকে এক বিন্দু বিশ্বাস করা যায় না । আর ইন্টারনেট জগৎ ? সে তো নরকের চেয়ে অধম, পচাগলা দুর্গন্ধময় বেশ্যাখানা ! বেজন্মা মানুষের মিছিল । নীরোধ ফাঁটা সন্তানের কয়েদখানা ! কখন যে সুর তাল কেটে যাবে, কেউ বুঝতে পারবে না । কখন কোথায় জল গড়িয়ে যাবে, কেউ চোখেও দেখতে পাবে না । চলুন, বরং সামনাসামনি কথা হবে । সব বিষয়ে আলোচনা হবে । গল্প ও খাওয়া দাওয়া হবে । আপনি তো খুব তাড়াতাড়ি ফিরছেন কলকাতায় ?

... নিশ্চয়ই । কলকাতায় ফিরে ফোন করছি । চিন্তার কারন নেই । বাই...।

... বাই ।

মোবাইলটা রাখলেন ।

হাতের ঘড়িতে তখন বারোটা । মি: গাঙ্গুলী তড়িঘড়ি লাঞ্চ করে নিলেন । তিন দিন তো হোটেলেই কাটল । চেক আউট আছে । এখন হোটেলের বিল পেমেন্ট করে বার হতেই হবে । যত রাতই হোক আজই কলকাতায় ফিরতেই হবে । শ্যামবাজার ! কাল শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট্ আছে । পাটনা, বিহার থেকে তিনজন ব্যবসায়ী আসছেন । মালদার পার্টি । অঢেল টাকা পয়সা ! হঠাৎ মনে হল, অ্যাকাউন্টিবিলিটি ! কথা ও কাজে মানুষের মিল থাকা অত্যন্ত জরুরী, আর মিল না থাকলেই মানুষের কোন মূল্য নেই, ম্যান্ ইজ্ জ্যাস্ট লাইক ডেথ্ । অবশেষে তিনি হোটেলের অল্ পেমেন্টস্ ক্লিয়ার করে ব্যাগ এ্যাণ্ড ব্যাগেজ গাড়িতে উঠলেন, ড্রাইভিং সিটে ধীরে ধীরে বসলেন । বাঁ হাতে সিগারেট টনতে টানতে গাড়িতে স্ট্রাট্ দিলেন । প্রথমে আসতে আসতে গাড়ি চলতে শুরু করল । পরে দশবিশ দশবিশ গতি ছাড়িয়ে পঞ্চাশ-ষাট পঞ্চাশ-ষাট স্পিডে শ্বেতশুভ্র স্করপিও গাড়িটি ছুটতে শুরু করল । শ্বেতশুভ্র স্করপিও গাড়ির অভিমুখ সর্বদায় কলকাতা । শ্যামবাজার ! দ্বিপহরে রাস্তায় কত যে সুন্দর থেকে সুন্দরতম দৃশ্যাবলী মি: গাঙ্গুলীর নয়ন সমক্ষে ভেসে উঠতে লাগল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । মাঠের পর মাঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলদে ফুলে ভরে আছে ! মনে হচ্ছে হলদে চাদরে মাঠ মোড়া ! তার উপরে হাজারও ছোট বড় রঙিন প্রজাপতির মেলা, চলছে মহামিলনের খেলা ! সরষে ক্ষেত ! বাংলার সরষে ক্ষেত !! যেখানে হাজারও শিল্পীর তুলির হাজার ছোঁয়া ! সত্যি বলতে বাংলার সরষে ক্ষেত ! আহ্ নয়ন মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় ! আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয় বাংলার সরষে ক্ষেত ! সেই সরষে ক্ষেতের বুক চিরে চিরে শ্বেতশুভ্র স্করপিও এগিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে কলকাতার অভিমুখে । শ্যামবাজার ! আকাশ পিছিয়ে যাচ্ছে । রাস্তার দু'পাশের হাজারও গাছপালা পাখপাখালী সামনে থেকে পিছনে চলে যাচ্ছে । হাওয়া আর হাওয়া ! শব্দে নি:শব্দে হাওয়া দ্রুতগতিতে পিছনে চলে যাচ্ছে । অথচ শ্বেতশুভ্র স্করপিও এগিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে মিছিলের শহর কলকাতা...।

আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড আওয়াজ ! বিস্ফোরণ ! শ্বেতশুভ্র স্করপিও গাড়িটি চূর্ণবিচূর্ণ ! গাড়ির বিভিন্ন অংশ নিয়েই যেন তৈরী হয়েছে ধ্বংসস্তূপ ! মি: সূর্য শেখর চক্রবর্তীর দেহ ছিন্নভিন্ন ক্ষতবিক্ষত ! হাত পা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে । তখনও চতুর্দিকে ধোঁয়া আর ধোঁয়া ! প্রথমে এলাকার মানুষজন ছুটাছুটি করে সেখানে উপস্থিত হয় । তারাই মি: সূর্য শেখর চক্রবর্তীর দেহের বিভৎস রূপ দেখতে পান । ততক্ষণে সব শেষ । পার্শ্ববর্তী থানা আউশগ্রাম থেকে আধ ঘন্টার মধ্যেই দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশ ভর্তি কয়েকটি জীপ গাড়ি এসে পড়ে । মুহূর্তে দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশে পলিশে ছয়লাপ ! শুরু হয় জোরদার তদন্ত তল্লাশি...!

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ঐ সময়ে ঐ রাস্তার ঐ জায়গা দিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর যাওয়ার কথা ছিল, আতঙ্কবাদীরা অর্থমন্ত্রীর প্রাণনাশ করতেই ষড়যন্ত্র করে প্লান মাফিক ল্যাণ্ডমাইন পূতে রেখে ছিল । পরে দিন সকালে দৈনিক সংবাদ পত্রে হেডলাইন বার হয়, অর্থমন্ত্রী প্রাণে বেঁচে গেলেন, কিন্তু প্রাণে মারা গেলেন এক ব্রাউন সুগার স্মাগলার মি: এস এস চক্রবর্তী...। (সমাপ্ত)

কান

অনিমেষ রায়
কলকাতা

কান টানলে মাথা
মাথা টানলে মন
মন খুললে কথা
দেওয়ালের কান
শোনে, রেখে দেয় গেঁথে।
দরদী - কান শোনে, টোকা মেরে।
এ্যাম্বুলেন্সে আসে কথা,
ব্যাথা নিয়ে --
আশা ভরসা জমাট বরফ।
হাজার বছর পরেও
যদি কেউ কান পাতে
দেওয়ালের গায়
শুনবে তার সুর ঝঙ্কার। •

জাগতিক বিষন্নতায়

রাজকুমার দাস
গৌহাটি, আসাম

আমার খোঁজ নেয়ার
সময় হয় না তোমার,
জানি খুব ব্যস্ত অফিসের কাজে!
দায়িত্বশীল জটিলতা
আবদ্ধ আছো স্থিরতার আধারে!
আমি সুরে সুরে
তোমায় খুঁজি নিরন্তর,
খুঁজি নিজের অস্তিত্বকে,
নিঃসঙ্গ একলব্য, নিরন্তর সাধনায়!
একদিন বিষন্নতায় ঢেকে যাবে
জাগতিক প্রগতি!
আমি বয়ে বেড়াবো
তোমায় না পাওয়ার প্রহসন
যুগ থেকে যুগান্তরে!
রয়ে যাবো অচেনা
অচেতন মিছিলে!
তখন তুমি থেকো নিরলস
স্বচ্ছতায়...বিবেক আনন্দে! •

কলমের হুংকার

অঙ্কুর দত্ত
দেবীপুর, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

বন্দী এ কারাবাসে
শুধু শব্দের বিন্যাসে
গড়ে তোলো বিপ্লব
কলম আর ক্যানভাসে।
পূবের ঐ আকাশে
সুর তুলে বাতাসে
কারা যেন ডাক দেয়
কমরেড কমরেড।
শুনে দেখো মানুষের
চিৎকার-হাহাকার।
কলমের ভাষা হোক
যুদ্ধের হুংকার।
কলমের মুখে জমা
বারুদের স্তূপ,
সশব্দে কেঁপে ওঠে
শাসকের বুক। •

আপনার হৃদয়ে পুঞ্জিভূত অনুভূতির শব্দমালা, আপনার স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমসাময়িক বিষয়, ভ্রমণকাহিনী ইউনিকোডে টাইপ করে পাঠিয়ে দিন আমাদের। জিরো পয়েন্ট পাক্ষিক পত্রিকার জন্য লেখাটি মনোনীত হলে ছাপা হবে। এছাড়াও জিরো পয়েন্ট-এর ওয়েবসাইটেও (www.ezeropoint.net) প্রকাশ পাবে।
শুধুমাত্র WhatsApp মেসেজ: আঞ্জুমনোয়ারা আনসারী - 9332129448 শুভাশিস মল্লিক - 9332130440
সেখ আব্দুল মান্নান - 9830278125 শ্যামল মজুমদার - 6295344250 উজ্জ্বল দাস - 9830439073
ব্রততী ঘোষ আলি - 7878037535 email: zeropointpublication@gmail.com

KIDZEE
NURTURING GEN-NEXT
MEMARI
• PLAY GROUP
• NURSERY
• JR. K.G.
• SR. K.G.
মেমারি হাসপাতাল গেটের কাছে M. 8001568702 / 8250099571

জিরো পয়েন্ট
ZERO POINT
www.ezeropoint.net

অঙ্কে ভয়? আর নয়....এবার উত্তর ২ সেকেন্ডে
ARYABHATTA
ABACUS
MIND MANTRA ABACUS
Branch: Kidzee Memari | Rasulpur | Debipur
Barsul Model School | Boro-Balaram
মেমারি হাসপাতাল গেটের কাছে M. 8001568702 / 8250099571

4. Reg. No. 63653 Govt. of India (Memo No. 1021(5)/JM Dated - 9/7/2019 • Vol.: 39 Issue: 02 • 05 September 2026 • Founder Editor : SK ANSAR ALI

দেশ ও সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষক অবতারে জন্ম আপনার। আপনার জ্ঞানালোকে আলোকিত হোক বিশ্বভুবন। -সম্পাদক

সূর্যোদয়

রুদ্রানী মুখার্জী
গ্রাম দেবীপুর, পূর্ব বর্ধমান

জীবন চলমান।
সে চলতে থাকে নানান পথ দিয়ে,
সে কখনো সরল অথবা কখনো কঠিন,
সত্যিই জীবন চলমান,
সে চলার অন্ত নেই কোনো,
চলতে-চলতে সে কখনো স্বস্তির বৃষ্টিতে
নিজেকে ভিজিয়ে নেয়,
আবার কখনো ভয়ের আর বিপদের
ঘন কালো মেঘ এসে ঘিরে ফেলে তাকে,
প্রথমে সে বোঝেনা কিছুই,
সে ভয় পায় সমাজের নানান কথাকে,
সে ভয় পায় তার বিপদ দেখে হাসা মানুষদের,
তবে, ঠিক সেই সময়ে,
আকাশের সেই ঘন-কালো মেঘে
একটুখানি ফাটল ধরে,
সেই ফাটলে দেখা যায় সূর্যের আলো,
সেই আলোর ছটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়,
তারা জীবনকে শিখিয়ে দেয় যুদ্ধ করতে,
কালো মেঘেদের এক নিমেষে সরিয়ে
আবার স্বস্তির বৃষ্টি আনতে।
সেই সূর্য হল 'শিক্ষা',
সেই আলোর ছটা গুলো হলেন
আমাদের জীবনের শিক্ষকরা,
যারা সমাজের দুরবুদ্ধি রুপি কালো মেঘ কে
নিতান্তই অবজ্ঞা করতে শেখান,
তারা আবার জীবনকে চলতে শেখান।
সূর্যোদয়ের কোনো বিশেষ দিন হয় না,
সে রোজ ওঠে,
সে মাথা উঁচু করার বার্তা দেয় ও দিয়ে যাবে..... •

চরনে নিবেদন...

সায়ক চ্যাটার্জি

ভুলের মাঝেও ধরেছেন হাত, শিখিয়েছেন পথ চলা,
আপনাদেরই কৃপায় আজ কত কথা বলা।
অক্ষর থেকে জীবনের পাঠ, কঠিন যুক্তির আলো,
আপনাদেরই ছায়ায় কেটে যায় যত অন্ধকারের কালো।
শাসন করেছ স্নেহের টানে, শুধরে দিয়েছেন ভুল,
আপনাদের ওই ভালোবাসা যেন অপার এক কূল।
সাফল্য আর স্বপ্নের পথে
আপনারাই যে সম্বল,
আপনাদের আশীর্বাদে পাই চলার নতুন বল।
আজকের এই শুভ দিনে জানাই ভক্তি আর প্রণাম,
আপনাদের চরণে সায়কের এই অন্তরের সম্মান।
চিরদিন যেন মনের মাঝে আপনার বাণীই জাগে,
শিক্ষক আপনারা বেঁচে থাকুন সব শ্রদ্ধা অনুরাগে। •

শিক্ষক দিবসের কথকতা

চাঁদনি সুলতানা
বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান

পাঁচই সেপ্টেম্বরের সকালে আলো ঝলমল,
স্কুল-কলেজের গেটে আজ কত কোলাহল।
টিফিনের টাকায় কেনা একগোছা ফুল,
আজকে শিক্ষক ছাড়া সবটাই ভুল!
শাড়ি পরা দিদিমণি, স্যারেরা সব হাসেন,
সবাই জানে মনের থেকে কত ভালোবাসেন।
মঞ্চে ওঠে গান-বাজনা, কত উপহার,
ছবি তোলার হুড়োহুড়ি চারদিকে সবার।
সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে লেখার জোয়ার,
"আপনিই সেরা গুরু"— পোস্ট শতবার।
বেলাশেষে সন্ধে নামে, খালি হয় ঘর,
পরদিন ভোর হতেই বদলে যায় স্বর।
সেই চেনা বকাঝকা, খাতা দেখার ভার,
বকেয়া বেতন কিংবা টিউশনের দ্বার।
একদিন মালা দিয়ে দেবতার সাজ,
বাকি দিন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে কাজ।
তবুও তাঁরাই গড়েন জীবনের ভিত,
ভুল শুধরে শিখিয়ে দেন লড়াইয়ের গীত।
বাহারি এই একদিনের দেখানোর চেয়ে,
মন থেকে শ্রদ্ধা থাক সারা বছর বয়ে।•

আরও গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ পড়তে দেখুন
www.ezeropoint.net

মায়া

মৌসুমী ভাণ্ডারী

কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে
ছোট্ট একটু ঘোমটা,
রাঙা গায়ে , চশমা চোখে
পড়াতে আসে বউটা।
মায়া ভরা মিষ্টি হাসি
দেখে জুড়ায় প্রাণ,
পড়ায় এসে, ভালোবেসে
মিঠা তার গান।
শুধু না দিদিমণি
' মা ' ছিলেন তিনি
পারিজাত নামটি তাহার
নানান গুনে জ্ঞানী।
আমার প্রনাম নিও
ওগো প্রাণের প্রিয়,
আজীবন তোমার আশীষ
আমার মাথায় দিও।
কতদিন হয়না দেখা
মন যে কেমন করে,
সংসারী আজ, বন্দী আছি
আমরা যে সংসারে।•

লোভ

জ্যোতি মল্লিক
মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

অল্প কিছুদিন আগেও,
সমাজ দেশ আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও,
কোন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে দেখা হলে-
স্যার! ভালো আছেন ? বলে-
বিনম্র শ্রদ্ধায় ভক্তির প্রণাম,
থাক,থাক, "কল্যাণ হোক,, আশীর্বাদ করি,
জিজ্ঞাসা করি--কি নাম?
মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়,
মনে মনে বলি- এই সম্মান,
এই শ্রদ্ধা, ভালবাসা, এই প্রতিদান,
শিক্ষক ছাড়া, কোন পেশায়? কে পায়?
দিন যায়, সময় বদলায়,
ছাত্র-ছাত্রীর সাথে এখনো দেখা হয়,
সেই ভক্তি, সেই শ্রদ্ধা, ভালবাসা,
পাওয়ার লোভ, পাওয়ার আশা,
মনের কোনে উদয় হয়, কিন্তু হায় !
শিক্ষকের প্রতি সেই শ্রদ্ধা, সম্মান,
শিক্ষকের পায়ে নিবেদিত প্রাণ,
গ্রাম, গঞ্জ, শহর, কোথাও নেই,
দেখা হলে- সামান্য কুশল বিনিময়ও নেই,
কি জানি, কেন? দোষ কার?
শিক্ষকের? সমাজের?সময়ের?নাকি বিধাতার,
দোষ যারই হোক, মনের ভিতর তীব্র লোভ,
একটু অভিমান, একটু ক্ষোভ
প্রত্যাশা পাহাড় প্রমাণ,
যদি পাই ফিরে, সেই সুনাম,
দেখা হলে- একটা প্রণাম,
সেই হৃত গৌরব, সেই সম্মান। •

শিক্ষক

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

শ্লেট রঙের মেঘ, শিশুদের পিঠে ভারী বেগের চোখে,
বিছানা ছেড়ে ক্লান্ত শরীর, অনর্গল মা যাচ্ছে ডেকে,
টিফিন বাক্সের ভেতর রুটি ফল মিষ্টি,
বই পড়ে মগজহীন এ কেমন অনাসৃষ্টি,
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ পুলকিত রবীন্দ্রনাথ কে দেখে। •

আমার শিক্ষক

ডঃ রমলা মুখার্জী
বৈঁচী, হুগলী

মায়ের কোলে শিখেছি বাংলামায়ের ভাষা-
মায়ের বুকেই প্রথম শিক্ষিকার ভালোবাসা।
বাবার কাছে সাথে সাথে পেয়েছি পাঠ নানান -
কবিতা, ছড়া, আবৃত্তি আর শিখেছি কত বানান।
বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অপার সহানুভূতি -
নানা বিষয়ের পাঠদানে মসৃণ জীবন-গতি।
প্রকৃতির কাছেও আমরা শিখি শতবার -
কীরূপে খুলতে হয় মনে উদারতার দ্বার।
ডিজিটাল শিক্ষা এখন ছেলের কাছে পাই,
আমৃত্যু ছাত্র থেকে শিখেই যেতে চাই। •

আমার মা

সাগ্নিক কুমার ভুঁই
দুবরাজপুর, বাঁকুড়া

আমাদের সকলের নিঃস্বার্থ শিক্ষক ;
আমাদের মা, আমু, আম্মা,
বেবে, মুচীন, আমা,মেজে।
তাঁকে যে ভাষাতে যে নামেই ডাকি -
সে আমার, আপনার, সকলের মা।
যিনি গু অর্থে অন্ধকার ঠেলে,
আমাদের রু অর্থে আলো দেখান -
তিঁনিই গুরু, আমাদের প্রথম শিক্ষক;
আমাদের মা।
মায়ের হাত প্রথম ভরসা,
মায়ের কোল নিরাপদ আস্তানা,
মায়ের স্পর্ষ বা চুমু ব্যাথা ভোলায়।
শিক্ষক ও আমাদের শিক্ষার আলো শুধু নয়,
জাতি ও দেশের ভরসার প্রতীক। •

আলোর দিশারী

সুনির্মল বিশ্বাস

পায়ের তলার মাটি এখন শক্ত।
ঘাম ঝরছে, পিঠ নুয়েছে,
জীবন তো অব্যক্ত।
পড়েছি কত, ছিঁড়েছে যত,
হয়েছে কত ক্ষত।
তবুও শেখা না থামিয়ে
এগিয়ে গিয়েছি শত।
মা-ই জীবনের প্রথম গুরু,
প্রথম শেখায় ভাষা।
তার শেখানো আলোর পথে,
বুনেছি নতুন আশা।•

আজের দিনে

বদ্রীনাথ পাল
বাবিরডি, পুরুলিয়া

শিক্ষা শুরু যাঁর কাছে আমার-
'ধরনীধর' নামটি ছিল তাঁর !
মিতভাষী হাসি ভরা মুখ-
দেখলে তাঁকে জাগতো মনে সুখ।
রাগ ছিলোনা তাঁর যে কোনোদিন-
ছাত্র প্রতি দরদ সীমাহীন।
ভুলভ্রান্তি করি যতোই দোষ-
কোনোদিনই ছিল না আক্রোশ।
"মানুষ হবি" দিতেন আশীর্বাদ-
"বাবা মায়ের মেটাস মনের সাধ" !
আজের দিনে দুই চরণে তাঁর-
জানাই আমি কোটি নমস্কার। •

Editor, Owner, Printer & Publisher : Anowar Ali Ansari. Printed & Published from Graffiti, Bamunpara More, Memari, Purba Bardhaman.
Head Office : Zero Point, Bamunpara More, Memari, Purba Bardhaman, West Bengal-713146 INDIA Email : newszeropoint@gmail.com
Branch Office : Kolkata, Bardhaman, Surat, Delhi. Mobile : 7797331771 / 9332129448 / 7878037535. Website : www.ezeropoint.net | Rs.5/-